হুয়াওয়ে, জেডটিইর পণ্য বিক্রিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

হুয়াওয়ে, জেডটিইসহ পাঁচ চীনা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগপ্রযুক্তি পণ্য বিক্রি এবং আমদানিতে নিষেধাঞ্জা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটি। হুয়াওয়ে, জেডটিই ছাড়াও নিষেধাজ্ঞার এ তালিকায় রয়েছে দাহুয়া, হিকভিশন ও হাইটেরা। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ভিডিও নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং দ্বিমুখী (টু ওয়ে) বেতারব্যবস্থা (রেডিও সিস্টেম) তৈরি করে।

তবে হিকভিশন বলছে, তাদের উৎপাদিত পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তারঝুঁকির উপস্থিতি নেই। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এ সিদ্ধান্ত তেমন ভূমিকা রাখবে না। বরং দেশটির ছোট ব্যবসা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্কুল এলাকা এবং মানুষের সুরক্ষা–সমস্যা ও খরচ বাড়াবে।

এর আগে হুয়াওয়ে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান চীনা সরকারের কাছে তথ্য সরবরাহের অভিযোগ অস্বীকার করে। এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশনের (এফসিসি) প্রধান জেসিকা রোজেনওয়ালেস বলেন, ‘অনাস্থা রয়েছে এমন যোগাযোগপ্রযুক্তি পণ্য যাতে আমাদের সীমানায় ব্যবহৃত না হয়, এ জন্য এফসিসি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।’ টেলিযোগাযোগ নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা হুমকি থেকে নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এসব নতুন নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ। নতুন এ নীতিমালা চালুর জন্য সর্বসম্মতভাবে সম্মতি দিয়েছেন সংস্থাটির সদস্যরা।

টুইটার অ্যাকাউন্ট মুছে ফেললে বিপদ হতে পারে

টুইটারের নতুন মালিক ইলন মাস্কের হঠকারী বিভিন্ন সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়ে টুইটার অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলছেন অনেকেই। এরই মধ্যে অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলা ব্যক্তিদের করা ‘রিপ টুইটার’ বা শান্তিতে থাকুক টুইটার শীর্ষক হ্যাশট্যাগে ভরে গেছে খুদে ব্লগ লেখার সাইটটি। তবে টুইটার অ্যাকাউন্ট মুছে ফেললে বিপদ হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন একদল নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ।

টুইটারের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি অ্যাকাউন্ট মুছে ফেললেই সেই অ্যাকাউন্টের ইউজার নেম অন্য যেকোনো ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারবেন। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুছে ফেলা অ্যাকাউন্টের নাম ব্যবহার করে ভুল তথ্য প্রচারের পাশাপাশি প্রতারণাও করতে পারে সাইবার অপরাধীরা। মুছে ফেলা অ্যাকাউন্টের অনুসারীরাও নাম দেখে বিভ্রান্ত হয়ে নতুন অ্যাকাউন্ট অনুসরণ করবে। ফলে অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার পর সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ব্যবহারকারীদের।

সমস্যা সমাধানে টুইটার অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার বদলে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা।

উল্লেখ্য, টুইটার অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার পর অনেকেই সামাজিক যোগাযোগের সাইট মাস্টোডোনে যোগ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এ সাইটের কাজের ধরন এবং ইউজার ইন্টারফেস অনেকটা টুইটারে মতো। ফলে মাত্র এক মাসের মধ্যেই কয়েক লাখ নতুন ব্যবহারকারী বেড়েছে মাস্টোডোনের।
সূত্র: ফোর্বস

টফি অ্যাপে ব্রাজিল- সার্বিয়ার ম্যাচ দেখেছেন ৮০ লাখ দর্শক

আজ শুক্রবার টফি অ্যাপে কাতারে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলের ব্রাজিল-সার্বিয়ার ম্যাচ দেখেছেন ৮০ লাখ দর্শক। গত মঙ্গলবার টফি অ্যাপে আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব ম্যাচ দেখেছেন ১ কোটির বেশি দর্শক । কিন্তু আজ ব্রাজিল-সার্বিয়ার ম্যাচ রাতে হওয়াতে তুলানামুলক কম দর্শক দেখেছেন । ডিজিটাল বিনোদন অ্যাপটির কর্তৃপক্ষ প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২–এর ম্যাচগুলো স্মার্টফোনে সরাসরি দেখাচ্ছে টফি।

গুগল প্লে এবং অ্যাপ স্টোর থেকে টফি অ্যাপ নামিয়ে স্মার্টফোনের পাশাপাশি অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা টেলিভিশনে বিশ্বকাপের খেলা দেখা যায়। অ্যাপের পাশাপাশি https://toffeelive.com/ ঠিকানার ওয়েবসাইটেও খেলা দেখা যাবে।

চাঁদে মানব বসতি এক দশকের মধ্যেই

মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা চাঁদে মানব জীবনধারণের উপযোগী স্থাপনা গড়ার প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরুর পরিকল্পনা করছে। আর্টেমিস প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ ও যন্ত্রাংশের কার্যক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হলে পুরোদমে তৈরি হবে মানব বসতি।

আর্টেমিস ওয়ান মিশনের অংশ হিসাবে ১৬ নভেম্বর চাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে ওরিয়ন স্পেসক্যাফট। চাঁদে ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক মিশনগুলো পরিচালনার জন্য দীর্ঘ সময় মানব জীবনধারণের উপযোগী বাসস্থান প্রয়োজন হবে বলে মন্তব্য করেছেন ওরিয়ন নির্মাণ প্রকল্পের প্রধান হাওয়ার্ড হু। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক

সাক্ষাৎকারে এসএলএস রকেটে চড়ে ওরিয়নের চন্দ্রযাত্রাকে ‘মানব সভ্যতার মহাকাশযাত্রার ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দিন’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। বর্তমানে চাঁদ থেকে ৫৮ হাজার ৮০০ মাইল দূরে আছে আর্টেমিস। চাঁদে নভোচারীদের বয়ে নেওয়ার জন্যই ওরিয়নের নকশা করেছে নাসা। তবে পরীক্ষামূলক প্রথম মিশনে কোনো মানব যাত্রী নেই যানটিতে। তার বদলে তিনটি পুতুল বা ম্যানিকিন রয়েছে এতে।

১৬ নভেম্বরের আর্টেমিস ওয়ান উৎক্ষেপণ দেখার অভিজ্ঞতাকে ‘একটি অবিশ্বাস্য অনুভূতি’ এবং ‘একটি স্বপ্প’ ছিল বলেছেন হু। আর্টেমিস ওয়ান সফল হলে দ্বিতীয় মিশনে মানব নভোচারীরা থাকবেন বলে জানিয়েছেন হু। তৃতীয় মিশনে নভোচারীদের নিয়ে চাঁদে অবতরণ করবে ওরিয়ন। শেষবারে চাঁদে কোনো নভোচারীর পদচিহ্ন পড়েছিল ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে। নাসার চাঁদে ফিরতে চাওয়ার একটি বড় কারণ হচ্ছে, উপগ্রহটির দক্ষিণ মেরুতে পানির অনুসন্ধান করা। চাঁদে সত্যিই পানি থাকলে তা মঙ্গলগামী মহাকাশযানের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি। ‘আমরা নভোচারীদের চন্দ্রপৃষ্ঠে পাঠাব এবং তারা সেখানে থেকে গিয়েই বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবেন।’

গাংনীতে সমবায়ীদের দিনব্যাপী যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প (৩য় পর্যায়ে) সমবায়ীদের নিয়ে দিনব্যাপী যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টুর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের উপ সহকারী নিবন্ধক মো. এনামুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সোহরাব হোসেন।

কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের পরিদর্শক নুরুজ্জামান, সহকারী পরিদর্শক হাফিজুর রহমান, সমবায়ী মশিউর রহমান পলাশ, হুমায়ুন কবির রিপন, তন্ময় হুদা বিশ্বাস, রাকিবুল হাসান, শফিউল ইসলাম প্রমূখ। দিনব্যাপি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এই প্রকল্পের ৬০ জন সমবায়ী সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর ডিজিটাল ও উদ্ভাবনী মেলা সমাপ্ত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২ দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার পুরুস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

রবিবার (২০ নভেম্বর) বিকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলায় আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পুরুস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার পুরস্কার বিতরণ।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনি ও পুরুস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, লিংকন বিশ্বাস, লিউজা-উল জান্নাহ, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক,কেএম জাহিদ হোসেন, টিটিসির অধ্যক্ষ আরিফ আহমেদ তালুকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ডিজিটাল মেলায় রায় পূর্ণমূল্যায়নের দাবীতে জেলাকে প্রশাসকের কাছে আবেদন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২ দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার পূণমূর্ল্যায়নের দাবীতে জেলা প্রশাসকের বরাবর তিন ছাত্র আবেদন করেছেন।

রবিবার (২০ নভেম্বর) বিকালের দিকে সমাপনি ও পুরস্কার বিতরণের পরপরই তারা আবেদন করেন। আবেদনকারীরা হলেন মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেনীর ছাত্র সাইনুর রহমান, গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেনীর ছাত্র সানিম এহসান ও আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র মোহাম্মদ জিহাদ হাসান।

তারা অভিযোগ করেন, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলো বৈজ্ঞানিক রুপ দিয়ে প্রজেক্টের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন মেলায় প্রদর্শন করেছি। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মুল সমস্যাগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি, সড়ক দুর্ঘটনা, জানজট ও বৈদ্যতিক দুর্ঘটনা চিহিৃত করেছেন। প্রধান মন্ত্রীর সেই চ্যালেঞ্জগুলোর বৈজ্ঞানিক সমাধান বের করে আমাদের মত প্রদর্শন করেছি। কিন্তু দু:খের বিষয় বিচারকদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আমরা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছে। আমরা বিচার প্রক্রিয়ায় হতাশ হয়েছি। এটা যেহেতু ডিজিটাল উদ্ভাবনি মেলা। এটাকে ডিজিটাল সেবার সাথে কিভাবে মেলানো হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল উদ্ভাবনকে সেবার সাথে মিলিয়ে বিচার করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বিরোধীতা করে তারা আবারো পুন:মূল্যায়নের দাবী জানান তারা।

উল্লেখ্য, ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় বিচারকদের রায়ে মেহেরপুর টিটিসি প্রথম, বাংলাদেশ পুলিশ দ্বিতীয় এবং মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় যৌথভাবে তৃতীয়

‘গভটেক লিডারস’ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারের বিভিন্ন সেবা প্রদান এবং এসব সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার ইকোসিস্টেম তৈরিতে নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নে করে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের ‘গভটেক লিডারস’ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। বুধবার অনলাইনে বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত গভটেক ম্যাচ্যুরিটি ইনডেক্স (জিটিএমআই) ২০২২ তে এই অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

বিশ্বব্যাংকের জিটিএমআই২০২২ তথ্য অনুসারে, মোট ০.৮৪ স্কোর (১.০০ এর মধ্যে) নিয়ে জিটিএমআই এর ‘ক্যাটেগরি এ: বেরি হাই গভর্নমেন্ট ম্যাচুরিটি’ তে স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। এই গ্রুপে থাকা প্রতিটি দেশকে ‘গভটেক লিডারস’ হিসেবে বিবেচনা করে বিশ্বব্যাংক। নতুন স্কোরের ভিত্তিতে বিশ্বের ১৯৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ২৯তম অবস্থানে রয়েছে।

উল্লেখ্য, জিটিএমআই২০২০ এ বাংলাদেশের স্কোর ছিল ০.৭২ (১.০০ এর মধ্যে) এবং অবস্থান ছিলো ক্যাটেগরি বি: হাই গভটেক ম্যাচুরিটি গ্রুপে।

জিটিএমআই২০২২ এ সরকারি খাতের বিভিন্ন সেবা প্রদানের ডিজিটাল রূপান্তরের চারটি প্রধান দিককে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এগুলো হলো- কোর গভর্নমেন্ট সিস্টেমস, পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি, সিটিজেন এনগেজমেন্ট এবং গভটেক এনাবলার্স। বিশ্বব্যাংকের ফ্ল্যাগশিপ এই প্রতিবেদনে বিশ্ব অর্থনীতির ১৯৮টি দেশের গভটেক ম্যাচ্যুরিটির একটি চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। জিটিএমআই২০২২ এ গভটেক এর নতুন নতুন প্রবণতা, অনুশীলন ও সেগুলো বাস্তবায়নে গুরুত্ব প্রদান করেছে।

জিটিএমআই তথ্যানুসারে, সরকারিভাবে গভটেক বাস্তবায়নে বিশ্বের গড়

স্কোর হলো ০.৫৫২ (১.০০ এর মধ্যে)। আর কোর গভর্নমেন্ট সিস্টেমস ইনডেক্স (সিজিএসআই) এর স্কোর ০.৫৭৫, পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি ইনডেক্স (পিএসডিআই) এর স্কোর ০.৬৪৯, ডিজিটাল সিটিজেন এনগেজমেন্ট ইনডেক্স (ডিসিইআই) এর স্কোর ০.৪৪৯, এবং গভটেক এনাবলার্স ইনডেক্স (জিটিইআই) এর স্কোর হলো ০.৫৩৬।

অন্যদিকে, জিটিএমআই-এর চারটি ইনডেক্সের মধ্যে তিনটিতে ‘ক্যাটেগরি এ: ভেরি হাই জিটিএমআই’ এবং একটিতে ‘ক্যাটেগরি বি: হাই জিটিএমআই’ অর্জন করেছে। জিটিএমআই২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের সিজিএসআই স্কোর হলো ০.৯১৫ (২০২০ সালে যা ছিল ০.৭০); পিএসডিআই স্কোর হলো ০.৭০৭ (২০২০ সালে যা ছিল ০.৬৫); ডিসিইআই স্কোর হলো ০.৮৩৭ (২০২০ সালে যা ছিল ০.৭৭); এবং জিটিইআই স্কোর হলো ০.৯২০ (২০২০ সালে যা ছিল ০.৭৪)।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের জিটিএমআই২০২২ রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান সঠিকভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন এবং ইউএনডিপি’র সহায়তায় পরিচালিত- ‘এটুআই’।

জিটিএমআই২০২২ রিপোর্টিংয়ের অংশ হিসেবে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক সমন্বয়ের জন্য একাধিক পরামর্শমূলক কর্মশালার আয়োজন করে সংস্থাটি। পরবর্তীতে এটুআই সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বিত করে বিশ্বব্যাংকের কাছে প্রেরণ করে।

ঝিনাইদহে দুইদিন ব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা শুরু

ঝিনাইদহে দুইদিন ব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন এর আয়োজনে শনিবার (১৯নভেম্বর) সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়, র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে একই

স্থানে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বেলুন উড়িয়ে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম।

পরে জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন খালেদা খানম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান বপিএম,পিপিএম (বার), স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ ইয়ারুল ইসলাম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) সেলিম রেজা। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রথীন্দ্র নাথ রায়সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শরিফুল হক। পরে মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন অতিথিরা। দুই দিন ব্যাপী এ মেলায় সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭০ টি স্টল স্থান পেয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্প মেলায় প্রদর্শণ করছে।

ডিজিটালাইজড ব্যবস্থা বিশ্বে সব কিছু সহজ করতে সহযোগীতা করছে- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, বর্তমান বিশ্ব সব কিছু সহজভাবে করতে সহযোগীতা করছে ডিজিটালাইজড ব্যবস্থা। বিশ্বে টেকনোলজিতে যে দেশ যত অগ্রসর সেই দেশ তত উন্নত। বাংলাদেশ ডিজিটাইলাইজেশনে অনেক উন্নত হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইস কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনেক কঠিন কাজকে আমরা সহজ করে ফেলেছি। কৃষি, শিক্ষা, গবেষণা, গৃহ কলকারখানা সব কিছুই এখন ডিজিটালাইজড হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের উপরে বর্তমান সরকার ব্যাপক কাজ করেছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর তাদের ডিজিটালাইজড কর্মসূচি হাতে নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

আজ শনিবার (১৯ নভেম্বর) সকালের দিকে ‘উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে ২ দিন

সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি র্যালী মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র্যালী শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রতি মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, লিউজা-উল জান্নাহ, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ওবায়দুল্লাহ, টিটিসি’র অধ্যক্ষ আরিফ আহমেদ তালুকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কর্রতৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ২৫ টি স্টল অংশ নিয়েছে। মেলা উপলক্ষে মালেশিয়াগামী ৬০০ জনকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনকৃত এই ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।